যায়যায়দিন

তারিখ 17 OCT 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমানো যাচ্ছে না

সাঈয়া খান

গ্রামের স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র রুমেল। চার ভাইবোনের মধ্যে সে সবার বড়। সব ভাইবোনই স্কুলে পড়ালেখা করছে। বাবা কৃষক আর মা গৃহিণী। অভাবের সংসার তাই মা-বাবা রুমেলের লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে চায়। এক সময় তারা রুমেলের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং স্থানীয় এক ওয়ার্কশপে তাকে কাজ করতে পাঠায়।

রুমেলের এ ঘটনা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। আমাদের দেশে রুমেলের মতো অসংখ্য শিক্ষার্থী লেখাপড়ার বিভিন্ন স্তরে ঝরে পড়ছে (ড্রপ আউট)। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে সরকার নানা পদক্ষেপ নিলেও তা ফলপ্রসূ হচ্ছে না। এখনো বাড়ছে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার।

২০০৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ৪৭ শতাংশ। ২০০১ সালে এ হার ছিল ৩৩ শতাংশ। মাত্র চার বছরের ব্যবধানে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার বেড়েছে ১৪ শতাংশ। কিন্তু সরকার প্রাথমিক স্তরে এ হার কমানোসহ সবার জন্য শিক্ষা, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ১৮ লাখ ডলার ব্যয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিইডিপি-২) গ্রহণ করেছে। এতো টাকার প্রকল্প গ্রহণ করেও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমছে না।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক খোন্দকার মোঃ আসাদুজ্জামান যায়যায়দিনকে বলেন, আসলে ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়ছে- এ কথা ঢালাওভাবে বলা ঠিক নয়। আমাদের গবেষণায় যে ফলাফল এসেছে তা আসলে সুনিশ্চিত ড্রপ আউটের সংখ্যা নয়। অনেক সময় সরকারি প্রাইমারি স্কুল থেকে শিক্ষার্থী কিন্ডারগার্টেন বা অন্য স্কুলে চলে যায়। ড্রপ আউটের ওপর আলাদা গবেষণা ছাড়া আসলে বলা যাবে না যে ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়ছে।

এদিকে বাংলাদেশ ব্যুরো অফ এডুকেশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্স (ব্যানবেইস) পরিচালিত পোস্ট প্রাইমারি এডুকেশন ইনসটিটিউশন সার্ভে-২০০৫ এ দেখা যায়, ক্লাস সিক্সে ভর্তি হওয়ার পর এসএসসি পরীক্ষা অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়ছে ৮০.০২ শতাংশ শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ছেলে শিক্ষার্থী ৭৬.৫৪ শতাংশ এবং মেয়ে শিক্ষার্থীর হার ৮৩.২৯ শতাংশ। আর বেসরকারি সংস্থা গণসাক্ষরতা অভিযান তাদের এডুকেশন ওয়াচ ২০০৫-এ উল্লেখ করে, ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ৫০ ভাগেরও বেশি।

এ ব্যাপারে ব্যানবেইসের পরিচালক আহসান আবদুল্লাহ বলেন, সরকার উদ্যোগ নিচ্ছে ঠিকই কিন্তু নানা কারণে তা সফল হতে পারছে না। বিভিন্ন সেকেন্ডারি গ্রেডে শিক্ষার্থী কমে যাচ্ছে। তিনি বলেন, মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য স্টাইপেন্ড প্রোগ্রাম থাকলেও তা সফল হয়নি, এর অপব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার পেছনে তিনি আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, স্কুলের অবকাঠামোগত অবস্থা ভালো না হওয়া, অভিভাবকদের অসচেতনতা প্রভৃতি বিষয়কে উল্লেখ করেন।

২০০৫ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ৪৭ শতাংশ। ২০০১ সালে এ হার ছিল ৩৩ শতাংশ। মাত্র চার বছরের ব্যবধানে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার বেড়েছে ১৪ শতাংশ।

সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অপ্রতুলতা একটি বড় কারণ। ২০০৬ সালের হিসাব অনুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৫৬। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত বাড়াতে সরকার যথেষ্ট তৎপর। পিইডিপি-২ এর রিপোর্টে বলা হয়, শিক্ষকদের জন্য নতুন পদ সৃষ্টি করা কষ্টকর হলেও এ প্রোগ্রামের আওতায় রাজস্ব খাতে ১৪,১০০টি নতুন সহকারী শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ১২,০৩৪টি পদ পূরণ করা হয়েছে। আরো ১০,৫৭৮টি পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এ প্রোগ্রামের আওতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষকদের মান উন্নয়নের জন্য ট্রেইনিং, শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান, শিক্ষক বাছাইসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়নসহ বেশ কিছু সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

কিন্তু সরকারের এতোসব উদ্যোগ নেয়ার পরও শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমছে না।